সংবাদ

2 FEB 2017

শেরপুরে ৩৩৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই

প্রতিনিধি, শেরপুর (বগুড়া)

বগুড়ার শেরপুর উপজেলার ৩৫৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৩৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কোন শহীদ মিনার নেই। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন হচ্ছে না এবং নতুন প্রজন্ম ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারছে না। জানা গেছে, শেরপুর উপজেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে ১৩৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সর্ব মোট ১৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া কিন্ডারগার্টেন (কেজি স্কুল) রয়েছে ১১০টি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল কাইয়ুম জানিয়েছেন, উপজেলার ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার রয়েছে। এগুলো হলো বড়াইদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাঁচদেউলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বাকিগুলোতে কোন শহীদ মিনার নেই। এছাড়া কেজি স্কুলের মধ্যে দশমাইলের নর্থবেঙ্গল আনোয়ারা ইন্টাঃ স্কুলে শহীদ মিনার রয়েছে। উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল রয়েছে ৪৮টি, এর মধ্যে শহীদ মিনার রয়েছে- শেরপুর ডিজে হাইস্কুল, ছোনকা হাইস্কুল, কানাইকান্দর হাইস্কুল, জামুর ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, দোয়ালসাড়া মডেল হাইস্কুল, বিশ্বা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, কচুয়াপাড়া হাইস্কুল, ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়, কল্যাণী উচ্চ বিদ্যালয়, সীমাবাড়ী এসআর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও বেটখৈর হাইস্কুলে। বাকি ৩৭টি বিদ্যালয়ে কোন শহীদ মিনার নেই। শেরপুরে ৫টি আলিম মাদ্রাসাসহ সর্বমোট মাদ্রাসা রয়েছে ৪২টি এর মধ্যে শহীদ মিনার রয়েছে শুধুমাত্র শেরপুর শহীদিয়া কামিল স্নাতকোত্তর মাদ্রাসায়। বাকিগুলোতে কোন শহীদ মিনার নেই। শেরপুরে ৬টি কলেজ এবং ৪টি স্কুল অ্যান্ড কলেজ রয়েছে এর মধ্যে শহীদ মিনার রয়েছে- শেরপুর ডিগ্রি কলেজ, জয়লা জুয়ান ডিগ্রি কলেজ, রহিমা নওশের আলী ডিগ্রি কলেজ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সীমাবাড়ী মহিলা কলেজ ও সামিট স্কুল অ্যান্ড কলেজ। বাকিগুলোতে কোন শহীদ মিনার নেই। এছাড়া ৬ টি টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ থাকলেও একটিতেও কোন শহীদ মিনার নেই। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান জানান, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায়সমূহের মধ্যে শহীদ মিনার আছে কি-না এ ব্যাপারে তথ্য চাওয়া হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, শেরপুর উপজেলার ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ৩৫৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ২১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার রয়েছে। ২/১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্মাণাধীন রয়েছে। কবি সাকিল মাহমুদ জানান, মহান ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মকে জানাতে ও ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণ জরুরি। শেরপুর শহীদিয়া কামিল মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওঃ হাফিজুর রহমান জানান, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ দিলে এই কাজ অনেকটা সহজ হবে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, শেরপুর উপজেলায় যেসব প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নেই। তার অধিকাংশেরই শহীদ মিনার নির্মাণের কোন উদ্যোগ নেই। এসব প্রতিষ্ঠানে ভাষার মাসে ভাষা শহীদদের প্রতি কোন শ্রদ্ধা জানানোর উদ্যোগও গৃহীত হয় না। ফলে নতুন প্রজন্ম ভাষা আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস জানাতে পারছে না এবং এদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি যথেষ্ট ভালবাসার জন্ম হচ্ছে না। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা একেএম সরোয়ার জাহান জানান, উপজেলায় ৩৩৮ শহীদিয়া কামিল স্নাতকোত্তরটি প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার না থাকার বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে বিষয়টি আমি তদন্ত করে শহীদ মিনার নির্মাণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করব।